بسم الله الرحمن الرحيم

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর
মিডিয়া কার্যালয়,
উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

حزب التحرير
HIZB UT TAHRIR

নং: ১৪৪২-০৫/০১ শুক্রবার, ১০ জুমাদাল উলা, ১৪৪২ হিজরী ২৫/১২/২০২০ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

প্রতিরোধহীনভাবে সীমান্ত হত্যায় লিপ্ত শত্রুরাষ্ট্র ভারতের সাথে নিত্যনতুন চুক্তি এটাই প্রমাণ করে যে, দেশ ও জনগণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতায় এবং ভারতের স্বার্থরক্ষায় বেপরোয়া হাসিনা সরকার কোন অবস্থাতেই থামবে না, যদি না ধর্মনিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থাসহ তার সরকারকে সমূলে উৎপাটন করা হয়

ভারতকে বাংলাদেশের "প্রকৃত বন্ধু" হিসেবে বর্ণনা করে শেখ হাসিনা ভারতের সাথে গত ১৭ই ডিসেম্বরে একাধিক চুক্তি স্বাক্ষর করার দিনকয়েক পরই ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সদস্যদের হাতে একজন মহিলাসহ বাংলাদেশের দু'জন নিরস্ত্র নাগরিক নিহত হয়েছেন! বাংলাদেশ ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বি.এস.এফ) কর্তৃক একমাসে সর্বোচ্চ সংখ্যক সীমান্ত হত্যাকান্ডের সাক্ষী হলো এমন এক সময়ে যখন ২২শে ডিসেম্বর থেকে দু'দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মহাপরিচালক পর্যায়ে পাঁচ দিনব্যাপী বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যার শীর্ষস্থানীয় এজেন্ডা হচ্ছে বি.এস.এফ কর্তৃক সীমান্ত হত্যা বন্ধ করা। এমনকি, ভারতের সাথে হাসিনা গত সপ্তাহে সাতটি চুক্তি স্বাক্ষর করার কয়েক ঘণ্টা আগেও তার এই "প্রকৃত বন্ধু" লালমনিরহাট সীমান্তে বাংলাদেশের একজন নাগরিককে হত্যা করে। অথচ, এই চুক্তি অনুষ্ঠানের প্রেস ব্রিফিংয়ের সময় সীমান্ত হত্যার বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে বাংলাদেশের নির্লজ্জ পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মোমেন ভারতকে সমর্থন করে আমাদের নাগরিকদেরকে দোষী সাব্যস্ত করে! ভারতের মুখপাত্রের ভূমিকা পালন করে এই দালাল মন্ত্রী সংবাদমাধ্যমকে বলে, 'ভারতীয় ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে বাংলাদেশের সশস্ত্র অপরাধী ব্যবসায়ীদের গোলাগুলির কারণে বি.এস.এফের হাতে হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে'! ক্ষোভের বিষয় হচ্ছে, আমরা এমনসব বিশ্বাসঘাতক শাসকদের দ্বারা শাসিত হচ্ছি যারা হত্যাকান্ডের শিকার হওয়া নিরীহ নাগরিকদের উপর দোষ চাপাতে শত্রুরাষ্ট্রের সাথে তাল মিলিয়ে তাদের ভাষায় কথা বলে ("অবৈধ অভিবাসন প্রয়াসের সময় বাংলাদেশী মহিলা নিহত: বি.এস.এফ", *দ্য হিন্দু, ২২শে ডিসেম্বর, ২০২০*)।

এটা প্রমাণিত সত্য যে হাসিনা সরকারের নিকট জনগণের জীবন মূল্যহীন; তাই ভারতের ধারাবাহিক সীমান্ত হত্যাকান্ড ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আমরা তাদের পক্ষ থেকে এধরনের বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ অবস্থান প্রত্যক্ষ করি। বরং, কাফির সাম্রাজ্যবাদীদের আঞ্চলিক এজেন্ডা বাস্তবায়ন করে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য এই অবৈধ সরকার একের পর এক তথাকথিত দ্বিপাক্ষিক সমঝোতা ও চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব ও কৌশলগত সম্পদসমূহ ভারতের নিকট সমর্পণ করে চলেছে। এসব আত্মঘাতী দ্বিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে ভারত আমাদের বন্দর, বিদ্যুৎ ও প্রতিরক্ষার মত কৌশলগত ও জ্বালানী খাতসমূহে প্রবেশের সুযোগ পাচ্ছে। তাছাড়া, ইতিপূর্বে ভারতের সাথে সম্পাদিত চুক্তিসমূহের ফলে বাংলাদেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির যে ফাঁকা প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল তার কোন চিহ্নও দৃশ্যমান নাই। বরং, ২০১৯ অর্থবছরে ভারতের সাথে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৭.৩৫ বিলিয়ন ডলারে, যা নিয়মিত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তারপরও হাসিনা-মোদির এই ভার্চুয়াল বৈঠকে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে চিলাহাটি-হলদিবাড়ি রেল সংযোগটির উদ্বোধন করা হলো, এবং দাবি করা হলো, এই রেল সংযোগ আঞ্চলিক বাণিজ্য ও উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করবে! অথচ বাস্তবতা হচ্ছে, এসব দ্বিপাক্ষিক চুক্তি ভারতের একচ্ছত্র অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থরক্ষা ব্যতিরেকে আর কিছুই নিশ্চিত করবে না। ক্রমবর্ধমান সীমান্ত হত্যার মধ্যেও স্বাক্ষরিত এধরনের চুক্তিতে বর্তমান ধর্মনিরপেক্ষ সরকারের বিশ্বাসঘাতকতার কোনো সীমা-পরিসীমা নাই। যেখানে ভারত প্রতিবারই যেকোনো চুক্তি স্বাক্ষরের আগে তিস্তা নদীর পানি বন্টন নিয়ে বাংলাদেশের সাথে প্রতারণা করে আসছে, সেখানে বিশ্বাসঘাতক হাসিনা সরকার আশ্চর্যজনকভাবে ভারতকে ফেনী নদী থেকে ১.৮২ কিউসেক পানি উত্তোলনের অনুমতি প্রদান করেছে। আর অমীমাংসিত তিস্তা চুক্তির বিষয়ে ভারতের প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে মেরুদণ্ডহীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মোমেন এই ভার্চুয়াল শীর্ষ সম্মেলনের আগে গণমাধ্যমে নির্লজ্জভাবে বলে যে, তার সরকার বারবার একই বিষয় উত্থাপন করে ভারতকে বিব্রত করতে চায় না!

হে মুসলিমগণ! কাফির-সাম্রাজ্যবাদীগোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থরক্ষায় এবং ভূ-রাজনৈতিক এজেন্ডাসমূহ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে আমাদের উপর হাসিনাসহ বিভিন্ন ধর্মনিরপেক্ষ শাসকগোষ্ঠীকে চাপিয়ে দিয়েছে, এবং বিদ্যমান ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থা এসব শাসকদের হাতে জবাবদিহিতাহীন সীমাহীন ক্ষমতা অর্পণ করেছে, যা তাদেরকে জনগণের বিষয়াদিতে খেয়াল-খুশি মত হস্তক্ষেপের সুযোগ করে দিয়েছে। স্রষ্টাবিবর্জিত এই ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থার অধীনে এই শাসকগোষ্ঠী না আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র ক্রোধের পরোয়া করে, না বিপন্ন মানবতার। তারা শুধুমাত্র তাদের সংকীর্ণ বস্তুগত স্বার্থ অনুসন্ধান করে, আর এর জন্য তারা উম্মাহ্'র সার্বভৌমত্বকে জলাঞ্জলি দিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধাবোধ করে না। আপনারা প্রত্যক্ষ করেছেন, যখন এসব দালাল শাসকরা অকার্যকর হয়ে যায় তখন তাদের

সাম্রাজ্যবাদী প্রভুরা তাদেরকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাদের ধর্মনিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থা বাস্তবায়িত থাকায় তারা তাদের প্রয়োজনমাফিক নতুন বিশ্বাসঘাতক শাসকদের জন্ম দিয়ে উম্মাহ্'র দুর্দশাকে বজায় রাখে। এসব বিশ্বাসঘাতক শাসকদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন: **"আল্লাহ যদি কাউকে একটি জাতির উপরে শাসক নিয়োগ করেন এবং সে তার জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা অবস্থায় মারা যায়, তবে আল্লাহ তার জান্নাতে প্রবেশ নিষিদ্ধ করবেন"** [মুসলিম]।

প্রিয় মুসলিমগণ! রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমাদেরকে খিলাফতে রাশিদাহ্'র প্রত্যাবর্তনের সুসংবাদ দিয়েছেন, যা শুধু জনগণের বিষয়াদির সঠিকভাবে তত্ত্বাবধান করবে তা নয়, বরং আমাদের কৌশলগত ও গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করে বিবাদমান শত্রুরাষ্ট্রের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করবে। সুতরাং, এই মুহূর্তে আপনাদের উপর অর্পিত সুস্পষ্ট ফরয দায়িত্ব হচ্ছে, বর্তমান ঘৃণ্য ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থা এবং এর ঝান্ডাধারী শাসকদেরকে সমূলে উৎপাটন করে নবুয়্যতের আদলে খিলাফতে রাশিদাহ্ ফিরিয়ে আনার রাজনৈতিক সংগ্রামে **হিযবুত তাহরীর**-এর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হোন, যে খিলাফতের প্রত্যাবর্তনের সুসংবাদ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমাদেরকে দিয়েছেন: ***"...এরপর আবারও আসবে খিলাফত, নবুয়্যতের আদলে"*** (মুসনাদে আহমদ)।

হিযবুত তাহ্রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ